Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফুল হক

রোলঃ 216011038

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফুল হক

রোলঃ 216011038

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহাম্মাদ রাশেদ, আইডিঃ 216011038 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আরিফুল হক

আইডিঃ 216011038

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা......6
আরবী ভাষার পরিচয় 9
আরবী ভাষার উৎস 9
পুরাতন আরবী 13
ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবী......18
নিও আরবী এবং মধ্য আরবী......20
আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য 23
আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস......24
আরবী ভাষার গুরুত্ব......27
কেন আরবী ভাষা......27
আরবী কোরআনের ভাষা 28
আত্মপরিচয়ে ভাষা 29
কালজয়ী ভাষা 29
ধর্মীয় ভাষা 30
আন্তর্জাতিক ভাষা 31
পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা 31
অর্থনৈতিকতে আরবী ভাষার ভূমিকা......32
আরবী ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 32

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবীর গুরুত্ব 33
বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রেক্ষাপট 33
বাংলাদেশে আরবী চর্চা ইতিহাস 35
ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্ব 36
অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্ব 36
ব্যাক্তিজীবনে গুরুত্ব 37
বাংলাদেশে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব 38
বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রসার 43
মাদরাসাসমূহে আরবী ভাষার চর্চা 45
শেষ কথা 45
তথ্যসূত্র 48

ভূমিকা

আরবী বিশ্ব প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ভাষা। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত মৌলিক ও উপভাষাসহ সব ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য ভাষার সাথে আমাদের বাংলা ভাষায়ও আরবী ভাষা বিরাট একটি জায়গা করে নিয়েছে। আমরা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করি। তার সাথে আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা। রাসূলে আরবী (সা.)-এর ভাষা হলো আরবী। কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। তাই ইসলাম ও মুসলমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আরবী। মুসলমানদের জীবন-যাপনের উৎসমূল হলো কুরআন; আর তা অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ

অর্থ: এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়। (সূরা রাদ: আয়াত ৩৭)

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

অর্থ: এই রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ। (সূরা তাহা: আয়াত ১১৩)

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অর্থ: আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। (সূরা জুমার: আয়াত ২৮)

আল্লাহ তাআলা বার বার বলেছেন আরবী ভাষায় সতর্কবাণী হিসেবে, বিধান হিসেবে, উপদেশ হিসেবে, সাবধানতা অবলম্বনে স্পষ্টভাবে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় মুসলিম জীবনে আরবী ভাষা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে। সবাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অতি প্রয়োজন এবং কর্তব্যও বটে।

আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্য নতুন করে বলার কিছু নেই। সকল ভাষাবিদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর না আছে শৈশব আর না আছে বার্ধক্য। এই ভাষায় কোরআনে কারীমের নাযিল হওয়া একে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলে। আরবের সবগুলো দেশসহ ও উত্তর আফিকার দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ও মাতৃভাষা হচ্ছে আরবী ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবী।

এক কথায়, আরবী আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবী ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি একটি সৃজনশীল ভাষা। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না।

কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়,

সাগরের মত বিশাল আমি, গভীরে আমার ধন।
ডুবুরীকে বলে, এত সম্পদ মোর কিসে?
কোরআনের ভাষা তাই তো আমি সদা চিরবহমান
এ আছে মোর অস্তিতের সাথে মিশে।

আরবী ভাষা বর্তমান বিশ্বের আলজেরিয়া, বাহরাইন, চাঁদ, কমোরোস, জিবুতি, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এসব আরব দেশ ছাড়াও তুরস্ক, মালয়েশিয়া, সেনেগালসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ ভারতেও এ ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে পরীলক্ষিত হয়।

বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং দেড়শ কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ ভাষা ব্যবহার করেন। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসিয়াল ভাষা হলো এই আরবী। শুধু তা-ই নয়; 'ট্রেড ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে এ ভাষা অনারব দেশেরও প্রায় প্রতিটি পণ্যের মোড়কে শোভা পায়। পণ্যের গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত আরবী লিখনি আমাদের দেশের বিস্কুটের প্যাকেটেও লক্ষ্য করা যায়। এতে বোঝা যায় আমাদের কাছে আরবী ভাষার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এ ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবী ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবী ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য। সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন। এছাড়া কবরে হাশরে আমাদেরকে আরবী ভাষায় প্রশ্ন করা হবে।

এটি বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবী ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে। কারণ, আরবী হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশক আর চিন্তার বাহনই নয়, বরং একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা। সেই নির্দিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব তুলে ধরে। ভাষা সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাহন; শিল্পকর্ম ও অগ্রগতির ধারক।

আরবী ভাষার পরিচয়

হিজরি প্রথম শতাব্দীতে আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবী ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় আরবী বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং কোরআনের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবী চর্চা শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

আরবী ভাষার উৎস

আরবী একটি সেমিটিক ভাষা, যা মূলত আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের একটি অংশ। এটি এই পরিবারের প্রোটো-সেমিটিক শাখা থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- এটি সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য উপগোষ্ঠীর (যেমন- উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক, সেন্ট্রাল সেমিটিক, দক্ষিণ সেমিটিক, পূর্ব সেমিটিক, পশ্চিম সেমিটিক) ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে হিব্রু, আরামাইক, সিরিয়াক, ফিনিশিয়, মিশরীয়, ক্যানানাইট, প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ অ্যারাবিয়ান এবং ইথিওপীয়সহ অন্যান্য অসংখ্য মৃত ও সকল জীবিত আধুনিক ভাষা। যদি কেউ এই ভাষাগুলোতে কথা বলতে পারে, তা হলে বুঝতে পারবে এদের মধ্যে কত মিল আছে। নিচে আরবী ও হিব্রু ভাষার কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো।

আরবী	হিব্রু	অর্থ
সালাম (سلام)	শালোম (שלום)	শান্তি

কুল (كل)	কোল (כל)	সব
আলম (علم)	ওলাম (עולם)	জগত
ইয়াউম (يوم)	ইয়োম (יום)	দিন
দাম (دم)	দাম (דם)	রক্ত
নাহার (نهر)	নাহার (נהר)	নদী
মাত্বর (مطر)	মাতার (מטר)	বৃষ্টি
ওলাদ (ولد)	ইয়েলেদ (ילד)	ছেলে

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, আরবী ভাষা সেমিটিক ভাষা-পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবী ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

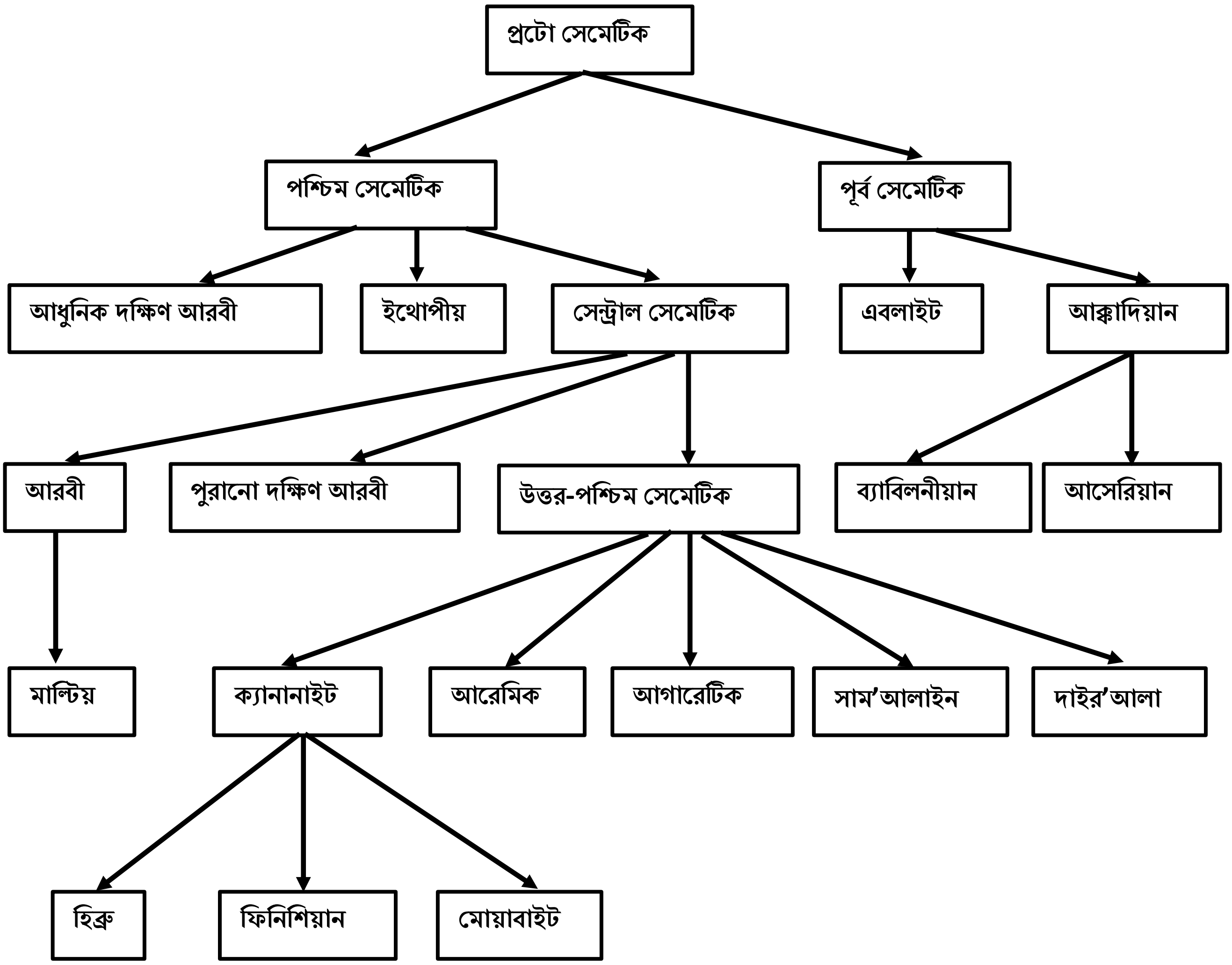

চিত্র: আরবী ভাষা পরিবার

আরবী এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবী ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবী ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবী তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার গন্যমান্য ব্যক্তিরাই প্রথম আরবীতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো এই যে, আরবী ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে। পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া প্রটো সেমেটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবী ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

প্রটো সেমিটিক > পশ্চিম সেমিটিক > সেন্ট্রাল সেমিটিক > আরবী ভাষা

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল। বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে 'থামুডিক সি' নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

পুরাতন আরবী

আরবী সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবী ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। 'আরব' হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি অ্যাসিরিয়ান শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতে শুধু আরবদের কথা বলা হয়েছে। এটি তাদের ভাষার কোনো প্রমাণ দেয় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মাঝে এমন কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যা আরবী ভাষার প্রাথমিক রূপের প্রমাণ দেয়। এই শিলালিপিগুলোর মধ্যে কিছু আরবী ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং অন্যগুলো আরামাইক ভাষায় লেখা, তবে এতে আরবীর কিছু প্রভাব দেখা যায়। এই শিলালিপিগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ নাম, তাই এটাও আমাদের আরবী ভাষা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দেয় না।

আরবী ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবী না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে সিরিয়া, জর্ডান ও উত্তর পশ্চিম সৌদি আরবে। মূলত এই লিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে একটি উত্তরের শাখা (সাফাইটিক) ও একটি দক্ষিণের শাখায় (হিসমাইক) ভাগ করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত লিপি পরবর্তীকালের আরবী লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তৎকালীন দক্ষিণ আরবে প্রচলিত লিপি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু লিপি আলাদা হলেও এই লেখাগুলোর ভাষা বিবেচনা করে এগুলোকে আরবী ভাষারই প্রাচীন রূপ বলে নির্ণয় করেছেন ভাষাবিদরা। ঠিক একই সময়ে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য লিপিতেও সেমিটিক ভাষায় আরও লেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই পরবর্তী কালের আরবী ভাষার পূর্বসূরী ছিল না বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। সেই হিসেবে দেখলে উত্তর-পশ্চিম আরব ও দক্ষিণ শামে আরবী ভাষার প্রথম সহস্রাব্দের পূর্বপুরুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আরব ভূমিতে প্রধান রাজ্যগুলোর একটি ছিল নাবাতিয়ান রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল জর্ডানের পেট্রা নগরীতে, যা উত্তর আরবে অবস্থিত। তবে মজার ব্যাপার হলো, নাবাতিয়ান

মানুষরা তখন আরবী ভাষা লিখত না। তাদের বাণিজ্যব্যবস্থা ছিল অন্যান্য দূরের রাজ্যগুলোতে। তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবী ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবী ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত শিলালিপিতে দেখা যায়। এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবী ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ। যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ ‘আইন আভদাত’ থেকে পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবী ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

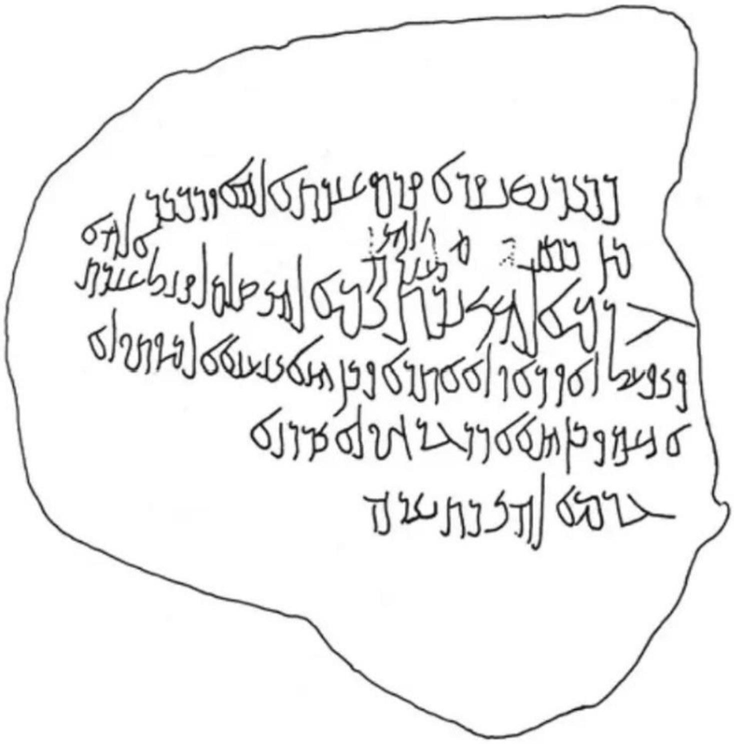

চিত্র: আইন আভদাতে পাওয়া আরবী ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপি

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবী ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবী ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার

কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবী ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবীর মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবী ভাষায় লেখা, এগুলো আরবী লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবী ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবী লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

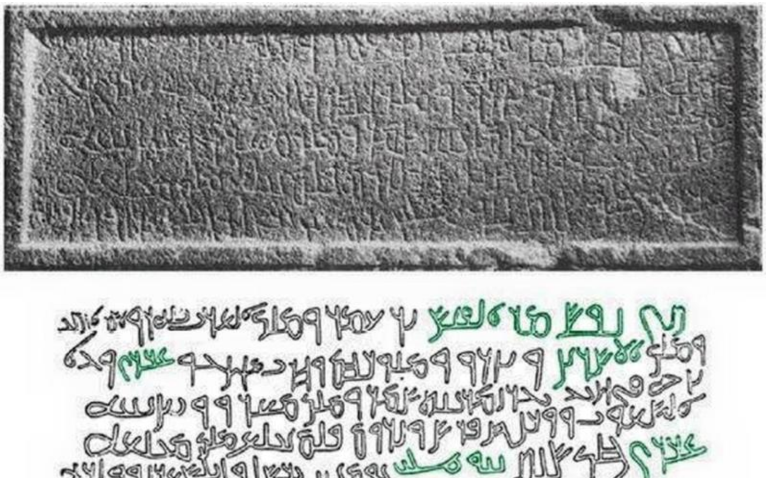

চিত্র: পুরাতন আরবীর একটি নিদর্শন 'আন-নামারা' শিলালিপি

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক। এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ

আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবী বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো। এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আকাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আকাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে 'উকাজ' এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

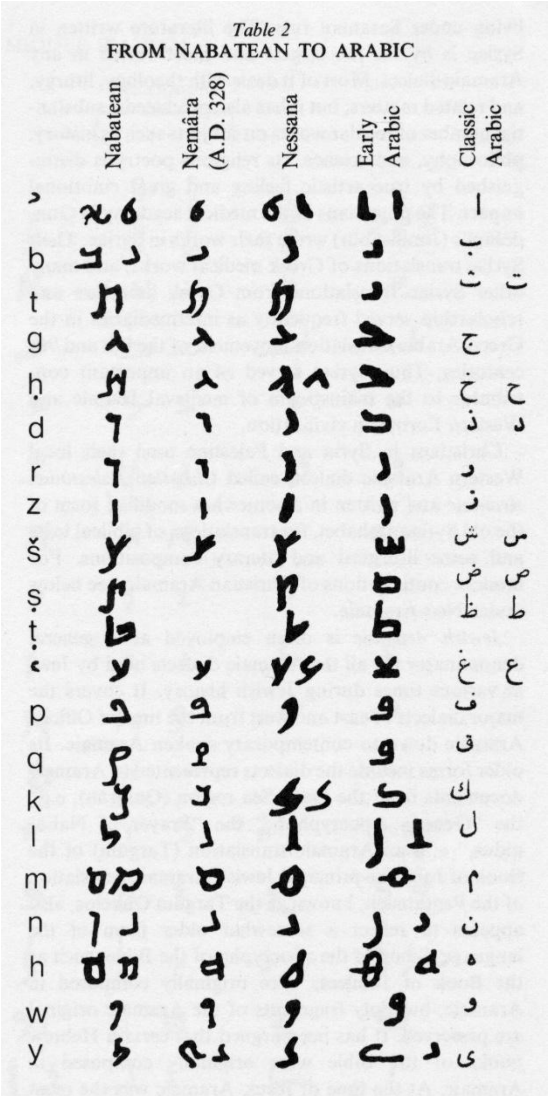

চিত্র: নাবাতিয়ান থেকে আরবী লিপি

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবী

আরবে ইসলাম আগমনের আগে উপদ্বীপের চারপাশে আরবী ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে 'কোইন' নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য। যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবী ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ। ধ্রুপদী আরবী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো 'মুআল্লাকাত' নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামী যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামী কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস। যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবী ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে 'আরাবিয়্যা' নাম দিয়ে প্রমিত আরবী হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবী উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবীর উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবী, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবী ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়। পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবী প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবী কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজয় আরবী ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবী ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়। সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন:

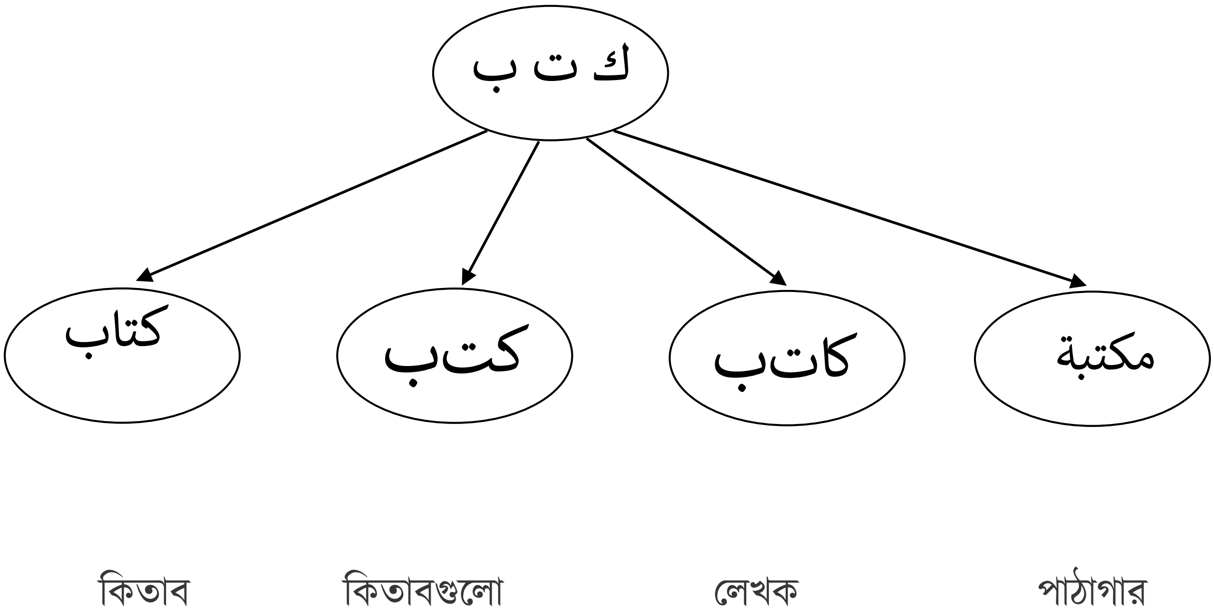

চিত্র: আরবী ভাষার শব্দের গঠন

উদাহরণস্বরূপ আরবী ‘কিতাবাতুন’ মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ ‘লেখা’। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: কিতাবুন (যার অর্থ বই), কুতুবুন (যার অর্থ বইগুলো)।

নিও আরবী এবং মধ্য আরবী

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবী প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবী ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবী থেকে আসেনি বরং প্রাক-ইসলামিক আরবী উপভাষা 'কোইন' থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মরক্কোর উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবী প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবী এবং নব্য-আরবী বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবী ভাষা বলা হয়। 'মিডল' কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবী ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবীর কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবী উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবীসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে কিন্তু সাহিত্যিক আরবী তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল। কারণ কুরআনের আরবীকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো। আদর্শ আরবী অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল। আর এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

চিত্র: আরবী হরফসমূহ

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবী ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের

দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবী থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে। ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবী ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবী শব্দ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'আলজেবরা' বা 'বীজগণিত' আরবী শব্দ 'আল-জাবর' থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবী ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবী ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবী ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবী ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবী ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবী (العربية الفصحى) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবী ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ , গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবী ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন-আবিসিনিয়ান।

চিত্র: সৌন্দর্যের প্রতীক ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি

আরবী বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবী বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবী ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবীতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে। ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষায় ওহী অবতরণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবী এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়। সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে আরবী ভাষা বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থবোধক, অলংকারসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এক ভাষা। এই ভাষায় অনন্য ও অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে এ ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ইরাব বা স্বরচিহ্ন

বাক্যে প্রতি শব্দের শেষ হরফের স্বরচিহ্ন হলো ইরাব। এ স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল। অবস্থার পরিবর্তনভেদে একটি শব্দের শেষ হরফ পেশ বা জবর বা জের বা সুকুন গ্রহণ করতে পারে, যেমন শব্দটি কর্তা (ফায়িল) হলে পেশ গ্রহণ করে, কর্ম (মফউল) হলে জবর গ্রহণ করে ইত্যাদি। পৃথিবীতে এ ধরনের স্বরচিহ্ন বর্তমানে আরবী ছাড়া হাবশি ও জার্মান ভাষায় কিছুটা আছে। স্বরচিহ্ন প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন।

২. শব্দপ্রাচুর্য

শব্দের প্রাচুর্যে এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর। বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব। অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৩. সর্বমর্মী বচন

এ ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কোরআন-হাদিস ও আরবী সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

৪. সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের আধিক্য

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের অত্যধিক সমাবেশ এই ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বছরের জন্য ২৪, আলোর জন্য ২১, অন্ধকারের জন্য ৫২, সূর্যের জন্য ২৯, বৃষ্টির জন্য ৬৪, পানির জন্য ১৭০, উটের জন্য ২৫৫, সিংহের জন্য ৩৫০টি শব্দ আছে। এমন শত-সহস্র শব্দে আরবী সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বিপরীতার্থক শব্দেরও কমতি নেই এই ভাষায়।

৫. শব্দের অর্থের আধিক্য

একটি শব্দের বহু অর্থ হয়, এমন সব শব্দ আরবীতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে, যাদের তিন, চার অথবা পাঁচটি অর্থ আছে।

৬. আওয়াজের অনুকরণে শব্দ

পাখির সুমিষ্ট স্বর ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবী ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

৭. প্রবাদ বাক্য

প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবী বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত।

আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস

আমরা জানি আন্তর্জাতিক ভাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি। এ দিন বাংলাদেশের সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যা ছিল বিশ্ব দরবারে একমাত্র ভাষার জন্য আত্মত্যাগ। বাংলাদেশীদের এ আত্মত্যাগকে বিশ্ব দরবার মূল্যায়ন করেছে আন্তর্জাতিক মতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও

সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, ইউনোস্কোর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছটি ভাষার পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের ঘোষণা করা হয়। নিচে তার তালিকা দেয়া হল।

ভাষা দিবস	তারিখ
আন্তর্জাতিক ভাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারী
আন্তর্জাতিক ফরাসী ভাষা দিবস	২০ মার্চ
আন্তর্জাতিক চীনা ভাষা দিবস	২০ এপ্রিল
আন্তর্জাতিক ইংরেজী ভাষা দিবস	২৩ এপ্রিল
আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস	৬ জুন
আন্তর্জাতিক স্প্যানিশ ভাষা দিবস	২১ অক্টোবর

তালিকা: আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস সমুহ

১৮ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। ইংরেজি, ফ্রান্স, চীন, রুশ ও স্প্যানিশ। আর বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ ভূমিকা ও আরবী ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও আরব নেতাদের আরবী ভাষা ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছিল না। ভিনদেশী ভাষাতেই তাদের বক্তব্য প্রদান ও শ্রবণ করতে হতো। দাপ্তরিক কাগজপত্র আরবী থেকে অনুবাদ করে তা দাপ্তরিক ভাষায় উপস্থাপন করতে হতো। এ অবস্থা আরবদের জন্য ও বিশেষভাবে আরবী ভাষার জন্য ছিল লজ্জাজনক। তাই শুরু থেকেই আরব নেতারা এদিকে সজাগ ছিলেন। সর্বপ্রথম সাউদিআরব ও মরক্কো সরকার এবিষয়ে কথা বলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৫৪ সালে ৪র্থ ডিসেম্বর তাদের নবম অধিবেশনে ৮৭৮ নং প্রস্তাবে আরবী ভাষায় লিখিত অনুবাদ প্রকাশের বৈধতা প্রদান করে। এবং বছরে চার হাজার পৃষ্ঠা অনুবাদের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সাথে সাথে এ শর্ত জুড়ে

দেয়া হয় যে, অনুবাদের ব্যয়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে এবং নথি ও কাগজপত্র আরব এলাকার রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক হতে হবে।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা "ইউনেসকো" আরব দেশগুলোতে আরবী ভাষায় সভা সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন পরিচালনা এবং তাদের নিজস্ব নথিপত্র ও প্রচারপত্র আরবীতে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সাধারণ সভাগুলোতে ভিন্ন ভাষা থেকে আরবী ভাষায় এবং আরবী ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৬৮ সালে অনুবাদের সাথে সাথে আরবী ভাষাকে ইউনেসকোর সাধারণ সভা ও কর্ম পরিষদের কার্যকরি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এই ধারাবাহিকতার সাথে সাথে আরব বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এতে সাউদি ও মরক্কো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত তারা ১৯৭৩ সালে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘের সাধারণ সভার মৌখিক ভাষা হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে আরব লীগে তাদের ষাটতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আরবীকে জাতিসংঘসহ তার অন্যান্য সংস্থাগুলোর দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের ২৮ তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘ ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

২০১২ সালের অক্টোবরে ইউনেসকোর নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের ১৯০ তম অধিবেশনে ১৮ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় এবং এর পর থেকে সেই দিনটি "আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস" হিসেবে পালিত হচ্ছে। আরবী ভাষা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সাউদিসহ অন্য আরব দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

আরবী বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ সর্বাধিক প্রচলিত মাতৃভাষা। এটি ২০ টিরও বেশি দেশে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়। আধুনিক বিশ্বে আরবী ভাষা শিক্ষার কারণ হল যারা আরবদের সাথে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ করা। তাছাড়া আরবী বিশ্বের চতুর্থ বহুল প্রচলিত ভাষা।

কেন আরবী ভাষা

একজন মুসলমানের জীবনে আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবী ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: আমিই আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। (সুরা ইউসুফ: আয়াত ২)

আরবী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) বলেন: ‘তোমরা আরবী ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’ (মাসবুকুয যাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি: ১/৯)।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবীভাষী। তাই দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা অর্জন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। অতএব আরবী চর্চা করা দীনেরই অংশ ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৩৪৩)।

আরবী ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।’ (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

তিনি আরো বলেন, ‘আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, ‘নাহু বা আরবী ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।’

আরবী কোরআনের ভাষা

কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এই ভাষা শেখার মাধ্যমে আপনি কোরআন এর সকল অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। যখন কেউ শব্দগুলি বুঝতে পারে তখন তারা কোরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে। আরবী ভাষা শেখা কেবল কোরআন পড়ার ক্ষেত্রেই নয়, মুখস্থ করতেও সহায়তা করে। আপনি যখন কোরআনের শব্দগুলি বুঝতে পারেন তখন এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যায়। যখন কোরআনের ভাষা বোঝা যায় তখন আপনি আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন কারণ সেগুলি তাঁর বাণী এবং আদেশ।

কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ “এবং আমি অবশ্যই কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কেউ কি আছে যে মুখস্থ করবে?”

কোরআন পরিবর্তন বা এরকম আরো একটা গ্রন্থ তৈরি করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। কোরআন আল্লাহ তায়ালা অনেক গুরুত্ব এর সাথে পাঠিয়েছেন তাই কোরআন ভালোভাবে বুঝতে আপনাকে অবশ্যই আরবী শিখতে হবে। অন্যথায় আপনি এর মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এর ভাষার গভীরতা এবং নির্ভুলতা বোঝার ক্ষমতা আপনার থাকবে না।

আত্মপরিচয়ে ভাষা

আরবী ভাষা আরব জাতির এমনকি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। আরবী ভাষা মিশে আছে আরব জাতির অস্তিত্ব-চেতনায়। এর আবেদন আবহমান-চিরায়ত, শাশ্বত। স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা এ ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির অনন্য পরিচায়ক এ ভাষাসম্পদ। অতএব, আরবী ভাষাকে কেন্দ্র করেই আরবরা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।

কালজয়ী ভাষা

আরবী ভাষা কালজয়ী ভাষা। কালের প্রবাহ কখনও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। এ ভাষা স্থিতিশীল ও গতিশীল। পৃথিবীর সব ভাষাতেই কোনো এক সময় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন; কিন্তু আরবী ভাষা আল্লাহতায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত। মানব সভ্যতাওসংস্কৃতি প্রচার-প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরবী ভাষার রয়েছে বিরাট ভূমিকা ও অবদান। আর আরবী ভাষা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ভাষার নেই। এসব দিকে লক্ষ্য করে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে আরবী ভাষাকে এর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম সংস্থা (ইউনেস্কো) এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকেই বর্তমান বিশ্ব আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

ধর্মীয় ভাষা

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো আরবী ভাষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের যে কোনো বিধান জানতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঠিক মূল মর্ম বের করতে হলেও আরবী ভাষা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো লোক ইসলামের কোনো বিষয়ের উপর ফতোয়া দিতে পারবে না। তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা অন্যকে শেখাতে হলে, বিধানাবলি বলতে হলে অবশ্যই তাকে আরবী ভাষা জানতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবী ভাষা সবদিক থেকে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন। তাই আমাদের আরবী ভাষা শেখার প্রতি আরো উৎসাহী হতে হবে। এ ভাষা আরো বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

যে জাতি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত করে, ঐ জাতির সেই ভাষার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রস্ফুটিত হয়। একটি জাতির সংস্কৃতি বহন করে সেই জাতির ভাষা। সে ভাষা যত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছবে সে জাতির সংস্কৃতিও তত তার কাছে পৌঁছে যাবে। ইসলামের ভাষা আরবী বলে আরবী ভাষা ইসলামের সংস্কৃতি বহন করছে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে হলে আরবী ভাষাকে বুঝতে হবে। এদেশে দীর্ঘদিন চলেছে মুসলিম শাসন। শত শত বছর ধরে মুসলমানরা বসবাস করছে এখানে কিন্তু কতজন মুসলিম আরবী জানে ও বুঝে? এক্ষেত্রে ইংরেজরা সফল হয়েছে। তাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের অনেকে ইংরজি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করছে নিত্য দিন। আমাদের আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিককে আরো সহজ করে সবার মুখে মুখে করে দেয়া সময়ের দাবি। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আরবী বলা, লেখা ও বুঝার ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

আন্তর্জাতিক ভাষা

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী সমৃদ্ধ ভাষা। ইসলামী সভ্যতার উজ্জ্বল সোনালি সৌধ আরবী ভাষাতেই নির্মিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষা হওয়ায় আরবী মুসলমানদের অন্তরে সম্মান ও গাম্ভীর্যের অধিকারী। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে চায় তাকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ২)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলছেন, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবী। আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম জান্নাতে যে ভাষাজ্ঞান দান করা হয়েছিল সেটি ছিল আরবী। কেননা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পরম করুনাময়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে শিখিয়েছেন (ভাব প্রকাশ করতে) ভাষা। (সুরা : আর রহমান, আয়াত: ১-৪)

বোঝা গেল, আল্লাহ জগৎ সৃষ্টির আগেই ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতে আদম (আ.)-এর ভাষা ছিল আরবী। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর আরবী ভাষা ভুলে যান। অতঃপর সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতে শুরুকরেন। দুনিয়াতে এসে তার তাওবা কবুল হওয়ার পরে আবার আরবী ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন। (আল মুজহির : ১/৩০)

অর্থনৈতিকতে আরবী ভাষার ভূমিকা

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড়শ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। এদের বেশির ভাগের ভাষা আরবী। আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও খনিজ সম্পদের দেশ। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান, ব্যাবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবী ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বৈদেশিক রেমিট্যান্স। এর ৬৩ শতাংশ আসে আরবী ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে। আরব ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবী ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটি তাঁদের বাণিজ্যিক ভাষা। সুতরাং যাঁরা আরব দেশগুলোতে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের জন্য আরবী ভাষা শেখা খুবই জরুরি।

আরবী ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বর্তমানে বিশ্বের ২৮টি দেশে আরবী দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর পৃথিবীতে এই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে প্রায় ২৮ কোটির ওপরে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেখানে কথা বলার সুযোগ পেত না। কারণ তখন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। এগুলো হলো ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা ও রাশিয়ান। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো আরব দেশগুলোতে আরবী ভাষায় আলোচনাসভা, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষায়ও অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে আরবীকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেটা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবীর গুরুত্ব

মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবী ভাষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রকে আরো সহজতর পন্থায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরবী লেখা, বলা ও বোঝার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রেক্ষাপট

আরবী ভাষার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আত্মার সম্পর্ক। এ দেশের জনসাধরণ আরবী ভাষাকে পরম শ্রদ্ধা করে। মনে থেকে ভক্তি করে। হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আরবী ভাষার যেমন রয়েছে ধর্মীয় গুরুত্ব তেমনি রয়েছে বৈষয়িক গুরুত্ব। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। ২৫টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। অপর দিকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আরবী ভাষা বাংলাদেশের জন্য অতি বেশি গুরত্ব রাখে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্সকে; আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত হয় আরবী ভাষার দেশসমূহ থেকে। এদেশের জনগণ যখন আরব দেশে যায়, তখন তারা ভাষা না জানায় বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তারা যদি ভালভাবে আরবী ভাষা জানতো তবে আরবদেশে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারতো। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আরো বেশি আদায় করে নিতে পারতো। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয় দরকার।

বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রচলন ও চর্চা দীর্ঘ দিনের। ভারতীয় উপমহাদেশে আরবী ভাষার প্রবেশ প্রথমে আরব বণিকদের মাধ্যমে। আরব বণিকরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য করতেন। এই বাণিজ্যের ফলে আমাদের চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালীতে ও উপকূলীয় এলাকায় তাদের ভাষার আগমন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব এই বণিক আরব ও ধর্ম প্রচারক আরবদের যাতায়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আরবী ভাষার চর্চা শুরু হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে আরবী ভাষা শেখার অধির আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তায় এদেশের মানুষ আরবী ভাষা শিখতে শুরু করে। প্রথমে আল-কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য আরবী শেখা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সুফি- সাধকগন এই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন, খানকাহ-মসজিদ নির্মাণ করে মক্তবের মাধ্যমে আরবী ভাষার পাঠদান করতে থাকেন।

বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের ফলে আরবী ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। আরব্য বণিক শ্রেণি ও ধর্ম প্রচারকগণ উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে এদেশে প্রবেশ করার কারণে বৃহত্তম চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আরবী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্রুত কথা বলেন এবং শব্দের শেষ বর্ণ শেষ না করেই বাক্য সমাপ্ত করেন, যা আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে আরবী ভাষা চর্চা ও ব্যাপ্তি লাভ করে ।

সময়ের ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় ৮০০ বছর মুসলিম শাসনাধীন থাকার কারণেও বিশেষ করে আদালতে ব্যাপক আরবী ভাষার শব্দ আমরা দেখতে পাই। বিশ্বের ১৫০ কোটির বেশি মানুষের ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানে আরবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ১২০০ আরবী শব্দ আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। বাংলাদেশের সকল জেলায় মক্তব, পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন এর ফলে আরবীর ব্যাপক চর্চা বর্তমানেও বিদ্যমান ।

বাংলাদেশের সাথে আরবী ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্যসূত্রে। আরব বণিকরা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সনদ্বীপে পৌঁছতো এবং সেখান থেকে মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতো। আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও বাণিজ্যসূত্রে তারা এ দেশে আসতো এবং তাদের সঙ্গে আসতো ধর্ম প্রচারক সুফি-সাধকগণ। এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার অধিবাসীরা আরবী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে আরবী ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রচারকগণ নামায আদায়ের

জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন, সেখানে আরবী কুরআন পাঠ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে আরবী ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক এবং ধর্ম প্রচারে মুসলিম সাধকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবী ভাষার মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবী বা আরবী শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো-ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক আর ধর্ম প্রচারে মুসলিম সাধকদের মাধ্যমে বহুকাল পূর্ব হতেই এদেশে আরবী ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজও তা ধর্মীয় গন্ডীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আধুনিক জীবন- যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত আরবী ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশে আরবী চর্চা ইতিহাস

পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা ৭ হাজারের অধিক। তার মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ২৩টি প্রধান ভাষায় কথা বলে। চীনা ভাষার অবস্থান পৃথিবীতে প্রথম। পৃথিবীতে এ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ১২৮ কোটির উপরে। চীনা ভাষা শুধু গণচীন, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রভাষা। এ ভাষাতে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের মানুষ কথা বলে। দুই নম্বরে অবস্থান করছে স্পেনীয় ভাষা। পৃথিবীতে স্পেনীয় ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি। পৃথিবীর ২২টি দেশের সরকারি ভাষা হলো স্পেনীয় ভাষা। ৩১টি দেশের মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। তিন নম্বরে অবস্থান করছে ইংরেজি ভাষা। পৃথিবীতে এ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৩৮ কোটি। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর মোট ১৮টি দেশের মাতৃভাষা। সর্বাধিক ১০১টি দেশের মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে। আর পৃথিবীতে আরবী ভাষার অবস্থান চতুর্থ। এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৩৫ কোটি। সর্বাধিক ২৮টি দেশের মাতৃভাষা হলো আরবী। আর দ্বিতীয় সর্বাধিক ৬০টি দেশের মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলে। ইসলামী গবেষকদের মতে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। আর তার ভাষা ছিল আরবী। ইসলামে বিশ্বাসী প্রাচীন আরব মুসলিমগণ দেশ বিজয়ের পাশাপাশি ভাষাশিক্ষার বিস্তারেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। কারণ শিক্ষা এবং ধর্মকে তারা আলাদা করে দেখতেন না। তখন শিক্ষা এবং ধর্মকে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিবেচনা করা হতো। আর এ লক্ষ্যে তারা দেশ-বিদেশ ও মহাদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল আরবী সভ্যতা। প্রাচীন সমৃদ্ধ অসংখ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরবী

ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। তাই বিশ্বময় আরবী ভাষার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। আরবীয় মুসলিমদের আগমনের গতিধারায় উপমহাদেশে আরবী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। বাংলাসহ উপমহাদেশের প্রতিটি এলাকায় গড়ে ওঠে আরবী শিক্ষা কেন্দ্র। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ আমলে খোদ বাংলাতেই ৮০,০০০ মাদরাসা ছিল। ক্ষমতা দখল করে ব্রিটিশরা বাংলা থেকে ইসলামী সভ্যতার গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে থাকে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বীর বাঙ্গালি বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। মুসলিম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন।

পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। আর ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ২৫টি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। জাতিসংঘের ৬টি দাপ্তরিক ভাষার একটি আরবী। তাই যুগ ও বাস্তবতার নিরিখে আরবী ভাষা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী একটি ভাষা।

ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্ব

ঐতিহাসিকভাবে আমাদের দেশে সুলতানী আমলে বাংলার পাশাপাশি আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রাখা হয়। এছাড়া ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হবে না যতক্ষণ না এর রাষ্ট্র ভাষা আরবী করা হয়। এছাড়া তিনি এই দেশে আরবী ভাষার শেখানোর উদ্দেশ্যে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্ব

অর্থনৈতিক বিবেচনায়ও আরবী ভাষা বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্স। আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত আরবী ভাষার দেশসমূহ থেকে। তাই দেশের রেমিটেন্স বাড়ানোর স্বার্থে, দেশের অর্থনীতিকে আর চাঙা করার স্বার্থে, দেশের আয় ও উন্নতির স্বার্থে আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

ব্যাক্তিজীবনে গুরুত্ব

আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ জীবিকার তাগিদে আরব দেশগুলোতে যায়। অথচ আরবী ভাষার সঙ্গে তাদের পূর্ব কোনো সম্পর্ক থাকে না। আরবী ভাষার সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক থাকলে এ লোকগুলো আরব দেশে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারত। নিজেদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি আদায় করে নিতে পারত।

সরকার একটু উদ্যোগী হলে অনেক কিছুই করতে পারে। দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে সরকার আরব দেশে গমনেচ্ছুক শ্রমিকদের জন্য স্বল্প মেয়াদে ব্যবহারিক আরবী ভাষা শিক্ষাকোর্স চালু করতে পারে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে রেমিটেন্সের ওপর।

ইসলামের সঙ্গে এ জনপদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি। সুদীর্ঘ এই সময়ের প্রতিদিন এ ভূখন্ডের মানুষ নিদ্রা ত্যাগ করে নতুন দিনের যাত্রা শুরু করে যে আজানের সুমধুর সুর শোনে তা-ও কিন্তু আরবী ভাষার কিছু বাক্য। দলমত নির্বিশেষে এ দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রতিদিন সামান্য হলেও কোরআন পড়ে থাকে। তারও ভাষা আরবী।

এ দেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবেলা দলবদ্ধভাবে ও এককভাবে যে নামাজ পড়া হয় তার ভাষাও আরবী। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তিনি যে দল ও মতের হোন কেন; নামাজের কারণে প্রতিদিন তাকে কম করে হলেও মোট আধা ঘণ্টা সময় নিবীড়ভাবে আরবী ভাষার সঙ্গে কাটাতে হয়। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে তাকে দশ মিনিট আরবীতে খুতবা শোনতে হয়। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের জন্মের পর মুহূর্তে সর্বপ্রথম যে শব্দ শোনে, যে বাক্যগুলো দিয়ে পৃথিবীর নতুন জীবনে তারা বরণীয় হয়, সমাদৃত হয়, অভিনন্দিত হয়- সেই আজানের ভাষাও আরবী। আবার পৃথিবী থেকে তাকে চিরবিদায় দেওয়া হয় আরবী ভাষায়। জানাজার নামাজ, লাশ কবরে রাখার দোয়া, কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দোয়া সবই আরবীতে। তাই আরবী ভাষার সঙ্গে এ দেশের মানুষের সম্পর্ক জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক। শুধু জন্ম-মৃত্যু নয় বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্যদিনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক সুকঠিন এক সম্পর্ক।

বাংলাদেশে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন নিজদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করি। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমরা আরবী ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি। এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবী ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১. মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে: বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা শিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিক্হ (ইসলামী আইন) এর বিধি-বিধান সঠিকভাবে জানার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ, ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবী ভাষায় লিখিত ও রচিত। এছাড়া সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ইসলামের বিধি-বিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ ফিক্হ একাডেমী ও ইসলামী আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামিকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি। বিশেষ করে ধর্মীয় প্রয়োজনের দিকটি যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে, মুসলিম এদেশটিতে আজ যত সমস্যা তার প্রধান কারণ হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের দূরে অবস্থান। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন পাঠ করেন, তাদের সিংহভাগ অর্থ বুঝেন না। অর্থ ছাড়া শুধু রিডিং পড়াতেই তারা ছওয়াব অর্জন করতে চায়। যারা অর্থ বুঝে তাদেরও অনোকে ইসলামের খন্ডিত আমলে আবদ্ধ। ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এবং তথাকথিত ধর্ম নয়- এটাই অনেকে জানে না। পবিত্র কুরআনে রাজনীতি অর্থনীতি প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগেরই যে পথ নির্দেশনা রয়েছে, অর্থ না জানাতে তারা সেটা বুঝে না। ফলে

শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে এখান থেকেই সৃষ্টি খন্ডিত ইসলামের ধারণা। তাই প্রয়োজনে আরবী শিক্ষা বিশেষ দরকার।

২. অধিক রেমিটেন্স অর্জনের লক্ষ্যে: এদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স আসে সৌদি আরবসহ আরবী ভাষা-ভাষি দেশগুলো হতে। প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে অসংখ্য জনগোষ্ঠী আরব দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবী ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতা সম্পন্ন করে রফতানি করা যেতো, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতো, দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স আসতো। এদিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আরবী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

৩. কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে: আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আরবী ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ, আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপরদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্য প্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবী ভাষি হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক নানা দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

৪. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে: ঐতিহ্যাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম আগমনের বহু বছর পূর্ব হতেই এদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিলো এবং অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবী ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ, আরবরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবী ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলীয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবী বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় পেশাগত আরবীর বিষয়াবলী সিলেবাসভূক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবী ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় সরকরি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে বর্তমানে বিশ্বে আরবী ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা ভেবে অন্তত ধর্মীয় প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আরবী ভাষা চর্চার প্রতি জোর গুরুত্ব দেয়া। সাথে সাথে আরবী পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খবরা-খবর এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড তুলে ধরে আরব বিশ্বের সামনে দেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করা। আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন।

এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে ভাষার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যর ভাষা আরবী। এই অঞ্চলে অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আগের আলোচনায় আরবী ভাষাকে বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত ভাষার মধ্য চতুর্থ স্থানে দেখেছি। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা হলো আরবী। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্নে দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। আবর নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সঙ্গে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবীকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। আর ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। আধুনিক প্রমিত আরবী ভাষা এখন ২৮ দেশের সরকারি ভাষা। তাই যুগ ও বাস্তবতার নিরিখে আরবী ভাষা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক শক্তিশালী ভাষা। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ পারস্য উপসাগর তীরে অবস্থিত এবং প্রচুর অশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল সম্পদে ভরপুর। মধ্যপ্রাচ্য আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বা জনপদ। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধনীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলিও বিশ্বে আলোচিত।

মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে জ্বালানি তেল ও পর্যটনশিল্পে। প্রচুর পরিমাণে এই দেশগুলো তেল বিক্রি করে। তেলের আন্তর্জাতিক বাজার পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের দখলে। তবে করোনাকালীন তেলের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশগুলো অন্য অর্থনীতির ওপর জোর দিচ্ছে। অনেক মরু অঞ্চলে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোতে বেশির ভাগ শ্রমিক বাইরের দেশের। এই দেশগুলোয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিশাল বাজার। দেশের সিংহভাগ রেমিট্যান্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। এই দেশগুলোতে এত পরিমাণ বিদেশি শ্রমিক কাজ করে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বেশি। এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল শীর্ষক জোটভুক্ত ছয়টি দেশে প্রবাসী হার ও স্থানীয় জনসংখ্যা বিন্যাস; সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮৮.৫% প্রবাসী), কাতার (৮৫.৭%), কুয়েত (প্রায় ৬৯.২%) বাহারাইন (৫২%), ওমান (৪৪%) এবং সৌদি আরব (৩২.৭ শতাংশ)। আর এই ছয় দেশের সরকারি ভাষা আরবী। বিশ্বে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করলেও অধিকাংশ অদক্ষ। সেই দেশের ভাষা, কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত নয়। যে কারণে কাজের অনেক ক্ষেত্র থাকার পরও নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করেন। যেগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও পূরণ হয় না। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে দেশের সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে। এদিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে চীন। যে কারণে দেশটি বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। চীনের ভাষা মান্দারিন হলেও ব্যবসায়িক পরিধি বাড়াতে সরকারিভাবে ভিন দেশের কৃষ্টিকালচার খুব ভালোভাবে শেখানো হয়। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে চীনের শ্রমিক কাজ করে। বিশ্ব আরবী ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করলেও বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এই তিনটি দেশের মানুষ তা করেনি। আমাদের উপমহাদেশে অধিকাংশ মানুষ আরবী ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আরবী ভাষা একটি বিরাট অঞ্চলের মাতৃভাষা এবং সেই অঞ্চলের বিশ্বে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা বুঝতে পারি না। যার ফলে আমাদের দেশে আরবীকে ধর্মীয় ভাষায় হিসেবেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। যদি এটিকে ভাষা হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অনেক কাজের ক্ষেত্র তৈরি হতো। বাংলাদেশ আলিয়া, কওমি ও হেফজখানায় এখনো আরবী শেখানো হয়। কতটা গুরুত্ব

সহকারে আরবী ভাষা শেখানো হয়, তা আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। তবে বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি পরিধি বাড়াতে আরবী ভাষাকেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে দেশ যেমন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে, তেমনিভাবে কিছু মানুষের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবী ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের সরকার কখনো অনুধাবন করেনি। এ ভাষা শিক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় না। শুধু ভাষাগত দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিক্ষত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে না বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবী ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরব দেশগুলোতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবী ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রপ্তানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতেন; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসার সুযোগ তৈরি হতো।

আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরব বিশ্বের ব্যবসার যোগাযোগ থাকলে ভারত-পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ তারা তাদের দেশে সরকারি খরচে আরবী ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। যার ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে দ্রুত সফল হচ্ছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়িক পরিধি ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আধুনিক আরবী ভাষাচর্চার বিকল্প নেই। আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ়করণে, সরকারের আধুনিক আরবী ভাষাচর্চায় ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরব দেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরব দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি

অনুদান পেয়ে থাকি। অন্যদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। যে কারণে আরবী ভাষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রসার

ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক বেশ পুরনো। এ দেশের শতকরা ৮৫ শতাংশ মানুষ ইসলামকে হৃদয়ে লালন করে, অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। বাংলাদেশে মাটির সঙ্গে মিশে আছে ইসলামের সৌরভ। পরতে পরতে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের নানা নিদর্শন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ দেশের মুসলমান বেড়ে ওঠে। একসময় যাপিত জীবনের ইতি টানে ইসলামী পরিবেশে। জন্মের পর আজান থেকে মৃত্যুর জানাজা সবই হয় ইসলাম মেনে। পাড়ার মক্তব থেকে শিশুদের অন্তরে ইসলামপ্রীতির বীজ বুনে দেওয়া হয় সযতনে। সেই সাহাবায়ে কেরামের কাল থেকে এই বাংলাদেশ ইসলামের সুশীতল ছায়া পেয়ে ধন্য হয়ে আসছে। পীর-আউলিয়া ও বণিক-সুফিদের নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতি কাজের বরকতে আজও এ মাটির মানুষ হয় মননে-মানসে ইসলামপ্রিয়। আমলে-আখলাকে দ্বীনদার। দিল-মন উজাড় করে ভালোবাসে কোরআন ও সুন্নাহকে, ভালোবাসে কোরআন-হাদিসের ভাষা আরবীকে।

বাংলাদেশের মাটিতে ইসলাম যেদিন থেকে সূচিত হয়েছে, সেদিন থেকেই এ দেশের মাটি ইসলামের ভাষা আরবীকে খুব কাছ থেকে দেখতে শুরু করেছে। ইসলামের অব্যাহত বিজয়ধারার কল্যাণে, দ্বীনের খাতিরে ও ব্যবসার তাগিদে আরবের আউলিয়ায়ে কেরাম ও বণিক শ্রেণি এ দেশে আসেন। এ দেশের মানুষের সঙ্গে মেশেন। ইসলামের দাওয়াত দেন এবং শরিয়ত শেখান। আর বণিক শ্রেণি হাটবাজারে ব্যবসায়ী কাজে মনোযোগী হন। তবে ইসলামের দাওয়াত হোক কিংবা হাট-বাজারের ব্যবসা তাদের সবই ছিল আরবী ভাষায়।

ইসলামের মহান আদর্শ ও তার জোর প্রচার-প্রসারের ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। ব্যবসা ও ইসলামের কল্যাণে আরবদের সঙ্গে এ দেশের মানুষের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। অল্পদিনেই দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কালের আবর্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের শহরে-বন্দরে। যার অনিবার্য ফলে ছড়িয়ে পড়ে আরবী ভাষাও।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হতে থাকে কোরআন-হাদিসের শব্দ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আরবী শব্দ-বাক্যের ব্যবহার।

গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় শব্দসংখ্যা সোয়া লাখের মতো; যার এক হাজার ইংরেজি ও চারশোর মতো তুর্কি। বাকি দশ হাজার শব্দই আরবী ও ফারসি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন বাংলা ভাষার ৩০ শতাংশ শব্দ আরবী। বাংলা একাডেমির ২০১৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, 'এ পর্যন্ত বাংলায় চার হাজার আরবী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

নিজেদের অজান্তেই নানা প্রয়োজনে দৈনিক আমরা অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করছি। ধর্ম, প্রশাসন, আইন-আদালত, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সবখানে আছে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবীর বিরাটসংখ্যক শব্দের উপস্থিতি; যার কিছু রয়ে গেছে আরবীর আসল রূপে, কিছু আছে পরিবর্তিত পোশাকে। যেমন : ইমান, আখেরাত, কোরআন, জান্নাত, জাহান্নাম, উকিল, এজলাস, খারিজ, রায়, উস্তাদ, কলম, তাওফিক, তালিম, মজলিস, মাহফিল, কবর ইত্যাদি সবই আরবী ভাষার শব্দ। ধর্মীয় বিষয়সমূহ শেখানোর জন্য যখন থেকে ভারত উপমহাদেশে একের পর এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে, সেই সঙ্গে শুরু হয় অ্যাকাডেমিকভাবে আরবী ভাষা পাঠদান।

ইসলামী শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লক্ষাধিক, যেখানে সন্তানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা শেখানো হয়। বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাজারের অধিক। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আইন, শরিয়ত, কোরআন, হাদিস তাফসিরসহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের পাঠদান দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে আরবী ভাষায় পারদর্শী আলেমদের মাধ্যমে সরকারি খরচে বহু শিক্ষার্থীক 'আইটি টাচ ইন কওমি মাদ্রাসা'র ব্যানারে আরবী ভাষা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারা পরে আরব বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেমিট্যান্সযোদ্ধা হয়ে দেশের অর্থনৈতিক খাতকে করবে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ইসলামী স্কলারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আল্লাহর মেহেরবানিতে প্রতিনিয়ত আরবী চর্চা ও ধর্মীয় গবেষণার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ফলে স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা পর্যন্ত ব্যাপকহারে এ ভাষা শিখতে

উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এভাবেই বাংলাদেশ আরবীর লক্ষণীয় জাগরণ শুরু হয়েছে।

মাদরাসাসমূহে আরবী ভাষার চর্চা

বাংলাদেশের প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষাচর্চা অনিয়তি হলেও আলিয়া ও কওমি মাদরাসায় আরবী ভাষা চর্চা দৈনন্দিনই হচ্ছে। মাদরাসাসমূহে আরবী বিষয়গুলো, যেমন- আল-কুরআন, আল-হাদিস, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে ও দক্ষতা লাভের জন্য পড়ানো হয়। এই অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান লাভ। আরবী ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এখানে উপস্থাপন করা হয় না। ফলে বর্তমান বিশ্বে আরবী ভাষার অবস্থান যে শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, অনেকে তা বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হন না ।

শেষ কথা

বিশ্বায়নের দাপুটে প্রভাবে সব দেশই তাদের মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বের সংযোগ-ভাষা হয়ে ওঠায় ইংরেজির দাপট বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আরবী ভাষাও এ সংকট মুক্ত নয়। আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অনেক অফিসের কাজের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে ইংরেজিতে। মিডিয়ায়, নাটকে, অনুষ্ঠানাদিতে চলছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষার আধিক্য। মিডিয়াকর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষায় আজ ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি। তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইংরেজিপ্রীতি বাড়ছে ভয়ানকভাবে।

তাদের কথায়, আচরণে বিদেশি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবী ভাষা তাদের কাছে অবহেলিত। আরবীর অশুদ্ধ বানান, অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বাক্যগঠন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। দোকান, রেস্তোরাঁর বিলবোর্ডে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আরবী হরফে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য অথবা সরাসরি ইংরেজি নামের ব্যবহার।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ বিশুদ্ধ আরবীর পরিবর্তে আঞ্চলিক এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। আরবী ভাষা পরিস্থিতি এখন চরম নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার শিকার। বিদেশি ভাষার আগ্রাসন মূলত আরব জাতির জন্য এক বিরাট ভাষিক সংকট।

আরবী ভাষার মতো এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত ভাষার এ সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। আরবীর ক্ষেত্রে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আরব দেশগুলোকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংকট এবং ভাষাগত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে আরব বিশ্বের ভাষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা, উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস জোরদারের বিকল্প নেই।
আরবী ভাষা ব্যবহারে বা শেখায় অনেকেরই হীনমন্যতা কাজ। মূলত সবার হৃদয় থেকে এটা ত্যাগ করতে হবে। আরবী ভাষা এবং আরব জাতির আত্মপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে আরবী ভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মিডিয়া, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বিশুদ্ধ আরবী ব্যবহার করতে হবে।

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবীর প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবী শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে পৃথিবীজুড়ে আরবী ভাষার শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। আরবী ভাষায় সাহিত্যকর্ম যতটুকু হয়েছে, এর সাহিত্যমান যত ওপরে, এ স্তরে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষা পৌঁছাতে পারেনি। এসব দিক লক্ষ্য করে বর্তমান বিশ্বে আরবী ভাষাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষ আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুধাবন করে। অতএব, আরবী ভাষা শেখায় আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র

- আব্দুর রউফ, বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবী ভাষার গুরুত্ব, প্রতিদিনের সংবাদ
- আমজাদ ইউনুস, আরবী ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য, দৈনিক কালের কণ্ঠ
- ইমরান হাসান, বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রসার, দেশ দেশান্তর
- এস, এম, নাহিদ হাসান, আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব, মুসলিম মিডিয়া
- কাজী সিকান্দার, আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, দৈনিক ইনকিলাব
- ড. মো. ইকবাল হোছাইন, আরবী ভাষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বাংলাদেশ, ছাত্র সংবাদ
- ড. মো. কামরুজ্জামান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, মাসিক আল-ইতিছাম
- তরিকুল ইসলাম, আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা, আলোকিত বাংলাদেশ
- বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চাঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
- মহিউদ্দীন ফারুকী, আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস: প্রেক্ষাপট ও করণীয়, মাসিক আলকাউসার
- মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরবী ভাষার গুরুত্ব, দৈনিক কালের কণ্ঠ
- মুফতি মাহফূযুল হক, আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস ও বাংলাদেশে আরবী চর্চা, বাংলা নিউজ
- মুসলিম জীবনে আরবী ভাষার গুরুত্ব, ঢাকা পোস্ট
- মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, দৈনিক সংগ্রাম
- মুহাম্মাদ সায়েম, আরবী ভাষার জন্ম ও ক্রমবিকাশ, রোর বাংলা
- মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ, মুসলিম জীবনে আরবী ভাষার গুরুত্ব, নুরুল কুরআন একাডেমী
- আরবকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব, উইকিপিডিয়া